তারিখ ... 8 FEB 2009 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ৬ ...

প্রথম আলো

প্রথম আলো

পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে নোট বই নয়তো ২০ টাকা বেশি!

প্রণব বল, চট্টগ্রাম ●

অ্যাডভোকেট নিলুফার সুলতানা তাঁর সপ্তম শ্রেণীতে পড়ুয়া ছেলের জন্য চট্টগ্রাম নগরের আন্দরকিল্লায় পাঠ্যবই কিনতে গিয়ে রীতিমতো ধন্দে পড়ে যান। গত সোমবার তিনি একে একে পাঁচ-ছয়টি বইয়ের দোকানে পাঠ্যবইয়ের জন্য ধরনা দেন। কিন্তু কেউ-ই গাইড বই (নোট বই) ছাড়া পাঠ্যবই বিক্রি করতে রাজি হয়নি। নোট বই নিতে রাজি না হওয়ায় নির্ধারিত দাম থেকে ১৫-২০ টাকা বেশিতে পাঠ্যবই কিনে বাসায় ফেরেন নিলুফার।

বই-সংকটের দোহাই দিয়ে চট্টগ্রামের বিভিন্ন বইয়ের দোকানে চলছে এখন রমরমা ব্যবসা। পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে নোট বই কেনা বাধ্যতামূলক করে দিয়েছে কিছু কিছু দোকান। তা না হলে বিকল্প পদ্ধতিতে প্রতিটি পাঠ্যবই ১০ থেকে ২০ টাকা বেশিতে নিতে বাধ্য হচ্ছে ছাত্রছাত্রীরা। আন্দরকিল্লার লাইব্রেরিপাড়ায় এভাবে প্রকাশ্যে চলছে এই বাণিজ্য। আর ক্লাস শুরু হলেও সংকটের কারণে সময়মতো বই পৌঁছায়নি ছাত্রদের হাতে।

সরেজমিন নগরের আন্দরকিল্লার কয়েকটি বইয়ের দোকানে গিয়ে দেখা যায়, পাঠ্যবই সংগ্রহের জন্য শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের ভিড়। মসজিদ মার্কেটের বইয়ের দোকান 'ইউনাইটেড লাইব্রেরি' ও 'কিন্ডারকিয়া লাইব্রেরি'তে ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর পাঠ্যবই আছে কি না জানতে চাইলে দোকানিরা এই প্রতিবেদককে বলেন, 'আছে, তবে গাইডসহ নিতে হবে।' গাইড কেন নেব? এমন প্রশ্নের জবাবে দোকানি বলেন, 'যদি গাইড না নেন, তাহলে প্রতিটি পাঠ্যবইয়ের দাম ১৫-২০ টাকা বাড়তি দিতে হবে।'

বখতিয়ার নামে এক শিক্ষার্থী শেষ পর্যন্ত গাইডসহ পাঠ্যবই কিনে নিয়ে যান। এ ক্ষেত্রে পাঠ্যবইয়ের দাম কিছুটা কমিয়ে রাখা

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

পাঠ্যবইয়ের সঙ্গে নোট বই নয়তো ২০ টাকা

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হয় বলে সে জানায়।

বাংলাদেশ পুস্তক প্রকাশক, বিক্রেতা সমিতির চট্টগ্রাম শাখার সাধারণ সম্পাদক কাজী সাবের আহমদ প্রথম আলোকে বলেন, 'গাইড বই বাধ্যতামূলক না করার জন্য আমরা খুচরা বিক্রেতাদের বারবার নিষেধ করছি। কিন্তু তারা কী করবে। ওরা তো পাঠ্যবই বিক্রি করে লাভ করতে পারছে না। কারণ বেশি দামে বই কিনে নির্ধারিত দামে তো বিক্রি করতে পারবে না।'

সাবের আহমেদ বলেন, মূল সমস্যা ঢাকায়। সরকার যদি কঠোর হাতে নিয়ন্ত্রণ না করে, তাহলে শিক্ষার্থী ও সাধারণ ব্যবসায়ীরা ক্ষতির সম্মুখীন হবেন।'

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, পাঠ্যবই সরবরাহ কম হওয়ায় বইয়ের জন্য কাড়াকাড়ি লেগে যায় বিক্রেতাদের মধ্যে। অনেকে অগ্রিম টাকা দিয়েও ঢাকা থেকে বই পাননি। যাঁরা প্রায় তিন-চার মাস আগেই পাঠ্যবইয়ের ব্যবসার জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন, তাঁরাই এখন ভালো ব্যবসা করছেন। বর্তমানে প্রগতি ট্রেডার্স, জমজম লাইব্রেরি, রূপালী লাইব্রেরি, ফেমাস লাইব্রেরিসহ কয়েকটি বড় বইয়ের দোকান থেকে পাইকারি মূল্যে খুচরা দোকানিরা বই নিচ্ছেন।

খুচরা বিক্রেতারা বলেন, 'আমরা নিজেরাই বেশি দামে বই কিনছি। এ কারণে বেশি দামে বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছি।' ছাত্র-শিক্ষক লাইব্রেরির এস এম শরীফ চৌধুরী বলেন, 'নবম শ্রেণীর বাংলা পাঠ্যবইয়ের দাম ২৪ টাকা লেখা আছে। অথচ আমরা ওই বই পাইকারি কিনেছি প্রতিটি ৪০ টাকায়। অন্তত পাঁচ টাকা লাভ ছাড়া এই বই কীভাবে বিক্রি করব?'

একইভাবে নবম শ্রেণীর ইংরেজি মূল পাঠ্যবইয়ের প্রকৃত দাম ৪৬ টাকা হলেও বিক্রি হচ্ছে ৬৫ টাকায়। দোকানিদের সঙ্গে আলাপ করে জানা গেছে, ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণী পর্যন্ত বাংলা, ইংরেজি ও অঙ্ক বইয়ের ঘাটতি বেশি।

বেশি দামে পাঠ্যবই বিক্রির কথা স্বীকার করে 'রূপালী লাইব্রেরি'র স্বত্বাধিকারী মনির উদ্দিন বলেন, 'আমরা ঢাকা থেকে বই আনছি নির্ধারিত মূল্য থেকে ৩-৫ টাকা বেশিতে। আমাদের কোনো রসিদও দিচ্ছেন না ঢাকার সরবরাহকারীরা। সেই বই এনে আমাদের পাঁচ-ছয় টাকা বেশিতে বিক্রি তো করতেই হবে।'

কাঞ্চননেছা নামে এক অভিভাবক 'ওমর লাইব্রেরি' থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর বই কিনেছেন গত রোববার। তিনি জানান, 'এক সেট বই কিনতে আমাকে ১২০ টাকা বেশি খরচ করতে হয়েছে। সরকার যদি আগে থেকে ব্যবস্থা নিত, তাহলে পাঠ্যবইয়ের এই সংকট হতো না।'

পাঠ্যবই সংকটে ক্ষুব্ধ শিক্ষার্থীরাও। তারা বলছে, এক মাস চলে গেছে। এখনো পুরো সেট বই হাতে আসেনি। এতে করে পড়ালেখার একটু ক্ষতি তো হবেই। তবে শহরের চেয়েও পাঠ্যবইয়ের সংকট গ্রামে বেশি।

এ প্রসঙ্গে নগরের হালিশহর সিটি করপোরেশন উচ্চবিদ্যালয়ের শিক্ষক কামরুল ইসলাম বলেন, 'আমাদের ছেলেরা এখন পর্যন্ত সব বই সংগ্রহ করতে পারেনি। দোকানিরা সব বই একসঙ্গে দিতে পারছে না। দাম তো বেশি নিচ্ছেই। গাইডসহ বই কেনার জন্যও চাপ দিচ্ছে দোকানিরা। শহরে যদি এই অবস্থা হয়, গ্রামের পরিস্থিতি তো আরও ভয়াবহ হবে।'